Mr. Ahmad Sadique
P.O. & vill- Selbarash
via- Dharampasha
Sylhet.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা।

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, July. 22nd, 1959 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৬ বাং ১৫ই মহরম, ১৩৭৯ হিঃ,

ইহা দৌলত লাঘবকারী নহে; বরং দৌলত বর্দ্ধক

কোন কোন মুসলমান মনে করেন, যদি জাকাৎ আদায় করি, তবে আমার দৌলত কমিয়া যাইবে। মুসলমানগণের এই সঙ্কোচ ভাব দূর করনার্থে আল্লাহ তালা বলিয়াছেন, 'এবং যে টাকা তোমরা দৌলত বাড়াইবার জন্য সুদের উপর দাও, ঐ টাকা আল্লাহতালার নিকট বৃদ্ধি প্রাপ্ত নহে। হাঁ যাহারা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জাকাৎ স্বরূপ টাকা দেন, স্মরণ রাখ আল্লাহতালার নিকট তাহারাই টাকা বাড়াইতেছেন।" "সুরা রুম, ৪ রুকু।"

সংক্ষিপ্ত নোট :—এই আয়েত দ্বারা আল্লাহতালা মুসলমানগণের মনোযোগ দুইটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন (ক) সুদ ও (খ) জাকাৎ। কোরআন করীমে দুই প্রকার সুদ সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে।

প্রথমতঃ দরিদ্রগণের সহিত যে সুদের ব্যবসা করা হয় উহা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই আয়েত দ্বারা জানা যায় যে, এখানে ঐ সুদের ব্যবসা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ধনীগণের সহিত বাণিজ্য দ্বারা টাকা বৃদ্ধির জন্য করা হয়। কোন কোন মুসলমান মনে করেন যে কোম্পানী বা ব্যাঙ্ককে সুদের উপর টাকা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু এই আয়েত পরিষ্কার ভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, এইরূপ সুদের কারবারও নিষিদ্ধ। তাহাদের খেয়াল সত্য হইলে এই আয়েত নাজেল হইল কেন? আল্লাহতালা জানিতেন যে, এমন এক সময় আসিবে যখন মুসলমানগণ সুদকে বৈধ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব তিনি এই আয়েত নাজেল করিয়া ভবিষ্যত সন্দেহ দূর করিয়াছেন।

(খ) তারপর যাহারা জাকাৎ দিলে অর্থ কমিয়া যাইবার ভয়ে ভীত তাহাদিগকেও সুসংবাদ দিয়াছেন যে, ইহাতে তোমাদের অর্থ কমিবে না; বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহা মাত্র সুসংবাদ নহে; বরং অঙ্গীকার ও বটে। তাই ইহার অর্থ হয়, "জাকাৎ দান করা দৌলত লাঘবকারী নহে বরং দৌলত বর্দ্ধক।"

আহমদ চরিত

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত 'আহমদ চরিত' নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র ।০ আট আনা। জে: সেক্রেটারী সাহেব, ই, পি, এ, এ, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১ ঠিকানায় অর্ডার দিন। যে সমস্ত বন্ধু 'আহমদী'র সম্পাদকের নিকট 'আহমদ চরিত' চাহিয়াছেন তাঁহাদের খেদমতে অনুরোধ, বইয়ের জন্য যেন তাঁহারা ঢাকাতে লিখেন।

—"আসহাবে আহমদ"—

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর সাহাবাগণের জীবন চরিত এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সামনে থাকিলে আমাদের মধ্যেও কোরবাণীর রুহ্ সৃষ্টি হইবে। তাই প্রত্যেক আহমদী, অন্ততঃ প্রত্যেক জামাত এই অমূল্য জিনিষ খরিদ করিয়া ফায়দা হাসেল করুন। অর্ডার দিবার ঠিকানা: সম্পাদক "আহমদী" পোষ্ট বক্স নং ৬, নারায়ণগঞ্জ, আসহাবে আহমদ এর মূল্য তালিকা।

(১) ২য় জিলদ, পাকা বাঁধাই ৬৲ (২) ৪র্থ জিলদ, ২॥০, (৩) ৫ম, জিলদ, ২৲, (৪) ৬ষ্ঠ জিলদ, ১॥০, (৫) হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)এর ১৯২৪ইং সনের ইউরোপ সফর, ১॥০

মানুষ ভাবে কি আর হয় কি

মানুষ মনে করে, জাকাৎ দিলে অর্থ কমিয়া যাইবে। এই খেয়ালের বশবর্ত্তি হইয়া মানুষ যে অর্থের উপর জাকাৎ ওয়াজেব, তাহা হইতে হিসাব করিয়া জাকাৎ বাহির করে না। কিন্তু জাকাতের ঐ ১/৪০ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থ বাকী উনচল্লিশ ভাগকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই সম্বন্ধে হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, "যে মালের উপর জাকাৎ ওয়াজেব যদি জাকাৎ আদায় না করিয়া ঐ মালের সহিতই রাখিয়া দেওয়া হয়। তবে ঐ জাকাতের মাল সমস্ত মালকে ধ্বংস করে।" "মেশকাত।"

"যদি আপনার প্লেগ হইয়া থাকে তবে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমার ইল্‌হাম প্রাপ্তির দাবী মিথ্যা"

(হজরত ইমাম মাহদী আঃ)

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর দাবীর পর পাঞ্জাবে যখন ভীষণ ভাবে প্লেগ আরম্ভ হয় এবং চতুর্দ্দিকে অসংখ্যক লোক মরিতে থাকে, তখন আল্লাহতালা হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমি তোমাকে এবং তোমার গৃহ প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তি লোকগণকে প্লেগ হইতে রক্ষা করিব।" এই ইলহাম প্রাপ্তির পর হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) "কিশ্‌তিয়ে নূহ" নামক পুস্তক লিখেন। এই পুস্তকে তিনি খুব জোরের সহিত ঘোষণা করেন, "খোদাতালা আমাকে বলিয়াছেন, আমার গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তিনি প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন, যদি তাহারা সমস্ত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ নিষ্ঠা, আনুগত্য ও বিনয়ের সহিত আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং খোদাতালার আদেশাবলী ও তাঁহার প্রত্যাদিষ্টের শিক্ষার প্রতিকূলে যাবতীয় অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, অভিমান, অবজ্ঞা ও আত্ম-অভিরুচি পরিত্যাগ করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করে।" "কিশতিয়ে নূহ।"

ঐ সময়কারই ঘটনা। কাদিয়ানেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব ছিল, জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম এ, প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জোর সন্দেহ হইল যে, ইহা প্লেগ। তিনি মৃত্যুন্মোখ ব্যক্তির ন্যায় অছিয়ত করিলেন এবং জনাব ডাঃ মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে সব কিছু বুঝাইয়া দিলেন। জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব তখন ঐ প্রতিশ্রুত ঘরের এক পার্শ্বে ছিলেন, যে ঘরবাসীগণের রক্ষা সম্বন্ধে আল্লাহতালা ইল্‌হাম করিয়াছিলেন। হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে বিহ্বল অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, "যদি আপনার প্লেগ হইয়া থাকে, তবে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমার ইল্‌হাম প্রাপ্তির দাবী মিথ্যা।"

ইহা বলার পর তিনি জনাব মৌলভী সাহেবের নাড়ি দেখিবার জন্য হস্ত ধারণ করিলেন। খোদাতালার মহিমা, হস্ত স্পর্শ করা মাত্র জনাব মৌলভী সাহেবের শরীর শীতল পাইলেন। ইহাতে জ্বরের কোন লক্ষণও ছিল না। এখানে প্রতিধান যোগ্য বিষয় একমাত্র জনাব মৌলভী সাহেবের অকস্মাৎ আরোগ্য লাভ করাই নহে; বরং ঐ বাণী, ঐ অভয় বাণী যাহা মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যদি আপনার প্লেগ হইয়া থাকে, তবে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমার ইল্‌হাম প্রাপ্তির দাবী মিথ্যা।" সত্যানুসন্ধিৎসু গণের জন্য ইহা একটি মস্ত বড় নিদর্শন। যদি হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহতালার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ না হইতেন, তবে এই কথা বলিবার সাহস পাইতেন না এবং আল্লাহতালাও তাঁহার এই বাক্য পূর্ণ করিতেন না। "হকীকতুল ওয়াহী ২৫৩ পৃঃ অবলম্বনে।"

আহমদীয়া মহিলা সংঘের সভা

১। বিগত ২৪শে মে ১৯৫৯ ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহমদী মহিলাগণের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঢাকা হইতে মাননীয়া বেগম সাহেবজাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব বার, এট, ল, এবং ঢাকা লাজনা মজলিশের প্রেসিডেন্ট সাহেবা সং কতিপয় মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার প্রায় তিন শত আহমদী ও বহু গয়ের আহমদী মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন, মাননীয়া বেগম সাহেবজাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব বার, এট, লট, ল। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হয় যদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলী আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ে বহু জ্ঞান লাভের সমর্থ হইয়াছে।

২। বিগত ৯-৭-৫৯ইং তারিখে মৌরাইল (ব্রাহ্মবাড়িয়া) চৌধুরী বাড়ীতে বেগম সদর মোবাল্লেগ জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সভানেতৃত্বে মহিলাগণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ও পার্শ্ববর্ত্তি স্থানের আহমদী ও গয়ের আহমদী মহিলাগণ যোগদান করত: বহু সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে আপ্যায়িত হইয়াছেন।

নোটঃ—স্থানাভাবে পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়া গেল না। সঃ, আঃ।

জুমা'র খোৎবার সারাংশ

আমাদের জামাতের ফরজ মহিলাগণের ধর্ম্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা

যে সকল মহিলা ইসলামকে ভালরূপে বুঝিয়াছেন তাঁহারা নিষ্ঠা ও ঈমানের খুব উৎকৃষ্ট নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন।

জুমা ইসলামের অতীব প্রয়োজনীয় স্তম্ভ ভুক্ত, ইহাতে মহিলাগণের নিশ্চয় অংশ গ্রহণ করা চাই।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ ইং তারিখের খোৎবা।

দ্রুত লিখন বিভাগের দায়ীত্বে ৯-২-৫৯ ইং তারিখের 'আলফজলে' প্রকাশিত।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন, হজরত রসুল করীম (দঃ) সাধারণতঃ জুমার খোৎবা সংক্ষিপ্ত করিতেন এবং নামাজ লম্বা পড়াইতেন। সাহাবা (রাঃ) গণের প্রতি ইহার এরূপ প্রভাব ছিল যে, যখন হজরত ওসমান (রাঃ) খলীফা মনোনীত হইলেন, তিনি খোৎবার জন্য মিম্বরে আরোহণ করিয়া কিয়ৎকাল চুপ থাকার পর ছানি খোৎবা পাঠ করতঃ মিম্বর হইতে অবতরণ করিলেন। আজ প্রয়োজন বোধে খোৎবা ছোট করিতে হইবে। তারপর আমার স্বাস্থ্য ও আমাকে সংক্ষেপে খোৎবা দিবার তাগাদা করে। সুতরাং আমি সংক্ষেপে এই কথা বলিতে চাই যে, জুমা ইসলামের প্রয়োজনীয় স্তম্ভভুক্ত। কোরআন করীম এই সম্বন্ধে বলেন, "জুমার আজান শ্রবণ করা মাত্র তোমরা যাবতীয় কাজ কর্ম ছাড়িয়া জুমার জন্য যাও।

প্রকৃত পক্ষে জুমার নামাজ মুসলমানগণের জন্য একটি স্কুল স্বরূপ। ইহাতে মানুষ ইমামের নিকট বিভিন্ন বিষয় শুনিতে পারেন, যদ্বারা ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। হজরত রসুল করীম (দঃ) ও হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)ও কোন কোন সময় মহিলাগণের মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। হজরত খলীফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ) প্রত্যেক তৃতীয় দিবস মেয়েদের মধ্যে কোরআন করীমের দরস দিতেন। বাহিরের জামাতগুলি কোরআনের দরসের ফায়দা হইতে বঞ্চিত। কারণ আমাদের নিকট এত অধিক আলেম এবং মোবাল্লেগ নাই যাহাতে বাহিরের জামাত ফায়দা উঠাইতে পারেন। এই জন্য ইসলামী শিক্ষা এই রহিয়াছে যে, মহিলাগণ জুমার নামাজে শামেল হন। আমি হাজারার মোবাল্লেগের নিকট এই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখীত যে, সীমান্ত প্রদেশে মেয়েগণ জামাতে শামেল হন না। কেননা তাহাদের পুরুষগণ বলেন, আমরা খান, ইহাতে আমাদের অসম্মানী হয়। (এই খোৎবার পর পেশোয়ারের বর্ত্তমান আমীর সাহেব বলিয়াছেন, ইহা কোন খাস নহে, বিশেষ শহর সম্বন্ধে হইবে। আমাদের পেশোয়ারে তো মহিলাগণ রীতিমত জুমার নামাজে আসেন) কিন্তু ইসলামের মর্য্যাদা খান এবং পাঠানের মর্য্যাদা হইতে উচ্চে। সর্ব্ব প্রথম আমাদিগকে এই ফয়সালা করিতে হইবে যে, মুসলমান বড়, নাকি খান পাঠান বড়। নেক মোহাম্মদ খান বালাকালে কাদিয়ান আসেন। তাঁহার পিতা কান্দাহারের গভর্ণর ছিলেন। হজরত খলীফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ)র অপারেশন কালে ঘরে লোকের ভিড় হইবার ভয়ে নেক মোহাম্মদ খানকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করা হয়। আকবর শাহ্ নজীবাবাদীর দাবী ছিল, আমি হজরত খলীফা আউয়াল (রাঃ)র খুব প্রিয় ব্যক্তি। অপারেশনের সংবাদ পাইয়া তিনি দৌড়িয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলে নেক মোহাম্মদ খান তাঁহাকে বাধা দিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি জান আমি কে? নেক মোহাম্মদ বলিলেন, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি পাঠান। আকবর শাহ্ নজীবাবাদী যুক্তপ্রদেশের বংশগত পাঠান ছিলেন। আর নেক মোহাম্মদ খান অল্পকাল পূর্ব্বে আফগানিস্তান হইতে আসিয়াছিলেন। নেক মোহাম্মদ খান বলিলেন, আপনি জানেন আমি কে? উত্তরে তিনি বলিলেন, বল তুমি কে? নেক মোহাম্মদ সাহেব উত্তর দিলেন, আমি আহমদী ইহা শ্রবণ করা মাত্র আকবর শাহ্ নজীবাবাদী লজ্জায় পশ্চাতে সরিয়া গেলেন।

মোট কথা, ইসলাম ও আহমদীয়তের মর্য্যাদা খান ও পাঠান হইতে উচ্চে। নতুবা মানিতে হইবে যে, একজন পাঠান (নাউজুবিল্লাহ) হজরত রসুল করীম (দঃ) হইতে ও বড়। একটি কাহিনী আছে, জনৈক পাঠান ফেকাহর কেতাব পাঠ করিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল, নামাজের মধ্যে অঙ্গ ভঙ্গী করিলে হানফী মতে নামাজ ভাঙ্গিয়া যায়। উক্ত পাঠান একদিন হাদিস শরীফ পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, হজরত রসুল করীম (দঃ) কোন কোন সময় নামাজে রত থাকা অবস্থায় হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) ক্রন্দন করিলে তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইতেন এবং সেজদায় যাইবার সময় নামাইয়া রাখিতেন। পুনরায় সেজদা হইতে উঠিয়া ক্রোড়ে লইতেন।

ইহা পাঠ করা মাত্র পাঠান বলিল, তবে তো মোহাম্মদ সাহেবের নামাজ ভাঙ্গিয়া গেল পার্শ্ববর্ত্তি একজন এই কথা শুনিয়া বলিল, কমবক্ত! হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তো আমাদিগকে নামাজ শিক্ষা দিয়াছেন, আর তুমি বলিতেছ মোহাম্মদ সাহেবের নামাজ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। পাঠান বলিল, ফেকাহ্র কেতাবে তো এরূপই লিখিত আছে। মোট কথা, যে জাতির মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিথিলতা আসে উহাতে এই ধরণের কথা আসিয়া থাকে। সুতরাং যদি এই কথা সত্য হইয়া থাকে যে, মর্দ্দান, পেশোয়ার এবং হাজারার মহিলাগণ জুমায় শামেল না হয় এবং তাহারা মনে করে যে, আমরা বড় এবং খান। তবে তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমান এবং আহমদী ইহা হইতে বড়। কেহ খান হোক বা পাঠান হোক; বরং পাঠানগণের বাদশাহ হোক, সেও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর

গোলাম। কেননা যদিও সে পাঠানগণের বাদশাহ কিন্তু মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) আমাদের সকলের বাদশাহ। অতএব কাহারো শ্রেষ্ঠত্ব পাঠান বা খান হওয়াতে নহে; শ্রেষ্ঠত্ব ইসলাম এবং আহমদীয়তে। এবং যেহেতু জুমা ইসলাম ও আহমদীয়ত শিক্ষা করিবার উপায় স্বরূপ। এই জন্য জলসা উপলক্ষে পেশোয়ার মর্দ্দান, হাজরা প্রভৃতি এলাকা হইতে আগত লোকগণকে আমি নসিহত করিতেছি যে, আপনারা আপনাদের স্ত্রী ও কন্যাগণকে নিশ্চয় জুমাতে পাঠাইবেন যেন তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। যদি তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তবে জামাতে বহু অমঙ্গলের সৃষ্টি হইবে। একবার হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) মেয়েদের মধ্যে বক্তৃতা করিবার মনস্থ করিলেন। যে স্ত্রী লোকটি এই বক্তৃতা সম্বন্ধে তাহরিক করিয়াছিলেন তিনি অশিক্ষিতা ছিলেন। ঐ জমানায় হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সাধারণতঃ ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। যাহা হউক কয়েক বার মেয়েদের মধ্যে বক্তৃতা করিবার পর একদিন হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ঐ স্ত্রী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তো দেখি আমি এই কয় দিন কি বলিয়াছি? স্ত্রী লোকটি উত্তর দিলেন, আপনি খোদা এবং তাঁহার রসুলের কথাই বলিয়া থাকিবেন, আর কি? মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা খুব অল্প। তাহারা বক্তৃতা ও খোৎবা শ্রবণ করা সত্বেও বলে যে, ইহা খোদা ও খোদার রসুলের কথাই হইবে কোন নির্দ্দিষ্ট মজমুন তাহাদের বুঝে আসে না। কিন্তু বারম্বার শুনিয়া জানোয়ার ও যখন কথা বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন মেয়েরা পারিবে না কেন? ইহারা তো মানুষ এবং খোদাতালা তাহাদিগকে উজ্জল মস্তিষ্ক দান করিয়াছেন। যদি ইহারা বারম্বার খোদা ও খোদার রসুলের কথা শুনিতে থাকে তবে স্মরণ থাকিবে এবং ইহারা পাকা মুসলমান হইবে। নতুবা কাঁচা থাকিবে এবং সময় মত প্রকৃত শক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে না। যে সমস্ত স্ত্রী লোক ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞাত, তাহারা কোন কোন সময় ঈমানে এত অধিক শক্তি মত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন যে ইহাতে আশ্চার্য্য হইতে হয়। হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জমানার এরূপ বহু দৃষ্টান্ত মওজুদ আছে।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর সময়কার একটি এবং হুজুর (আঃ) এর সময়কার একটি উদাহরণ পেশ করিয়া বলেন, স্ত্রীলোকগণ কোন কোন সময় নিষ্ঠার দিক দিয়া পুরুষগণকেও অতিক্রম করেন। কতক পুরুষ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন এবং স্ত্রীলোকগণ অগ্রগর্ত্তিণী হন। ইহার কারণ ইহাই যে, কোন কোন পুরুষ স্ত্রীগণকেও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

যেহেতু কতিপয় স্ত্রীলোক অতি উত্তম উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন, এইজন্য অন্যান্য স্ত্রীলোককে ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখার কোন কারণই থাকিতে পারে না। রাবওয়াহর মহিলাগণ এখানে একটি হল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি K. G. School প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি সিলাই শিক্ষার স্কুল খুলিয়াছেন। K. G. School এ ছেলেরা ও অধ্যায়ন করে কিন্তু ছেলেরা অধিকাংশ অকৃতকার্য্য হয় এবং মেয়েগণ কৃতকার্য্য হয়। তবে মেয়েগণ যেরূপ জাগতিক বিদ্যা শিক্ষা করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ধর্ম্মীয় বিদ্যাও শিক্ষা করিতে পারে। আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষার সুযোগ দান করা। যদি আমরা তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষার সুযোগ না দেই তবে আমরা দোষী হইব। তাহারা দোষী হইবেনা। খোদাতালা বলিবেন, তোমরা গোনাহগার। কারণ এই সমস্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার শক্তি ছিল। কিন্তু তোমরা সুযোগ দাও নাই।

অতএব স্ত্রীলোকগণের ধর্ম্মীয় শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আপনাদের ফরজ। আমি যখন তফসির ছগীর লিখি, তখন যদিও কতিপয় কপি বিনা মূল্যে দিবার আমার হক ছিল; তথাপি আমি অনেক কপি খরিদ করিয়া বিবি ও কন্যাগণকে দিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, ইহা পাঠ করিয়া ফায়দা হাসেল কর, যেন আমার পরিশ্রম কেবল অন্যের কাজেই না আসে; বরং নিজ বংশেরও কাজে আসে।

জনৈক আহমদী মিশনারীর জালে দুইজন ইউরোপীয়ান ভূপর্য্যটক আবদ্ধঃ ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারঃ ইসলামী আহকাম নামাজ ইত্যাদি পালন আরম্ভঃ

পর্য্যটন শেষে আহমদীয়া কেন্দ্র রাবওয়াহ্‌তে ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ণ ট্রেণিং গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্পঃ

ফ্রান্স ভূপর্য্যটক মিঃ পীরর পিরশ (Pierror Pirosh) এবং জার্ম্মাণ ভূপর্য্যটক মিঃ ফ্র্যাঞ্জ গ্রোবার (Franz Grober) সাইকেলে ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন আপন আপন দেশ হইতে। ঘটনাচক্রে গ্রীসে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে মিলিত হন। এই মিলনের পর উভয়ে, উভয়ের বন্ধুত্বে পরিণত হন এবং এক সঙ্গে পর্য্যটন করিতে থাকেন। তাঁহারা কোয়েটা পৌঁছিলে তথায় আহমদীয়া জার্ম্মাণ মিশনারী হের আব্দুশ শুকুর কুন্জে সাহেবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। উপরোক্ত পর্য্যটকদ্বয় কোয়েটা পৌঁছার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক, আর্থিক, ব্যবহারিক, নৈতিক প্রভৃতি বিষয় অনুধাবন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কোয়েটাতে আহমদীয়া মিশনারী হের আব্দুশ শুকুর কুন্জে সাহেব তাঁহাদের অনুসন্ধান কার্য্যে আর একটি বিষয় যোগ করিয়া নূতন আলোর সন্ধান দিলেন। তিনি তাঁহাদের মনোযোগ ইসলাম পানে আকর্ষিত করিতে সফলকাম হইলেন। ইসলামী শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াহ আসিলেন। উভয় পর্য্যটক যুবক এবং যৌবন কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ইসলাম সম্বন্ধে এতটুকুই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, ইসলামের কেন্দ্রস্থল মক্কাতে একটি কাল পাথর আছে যাকে লক্ষ্য করিয়া মুসলমানগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

রাবওয়াহ পৌঁছার পর তাঁহাদের জীবনে নব পর্য্যায়ের সুচনা হইল। এখানে দেখিলেন, ছোট একটি শহরে মাত্র, একমাত্র ধর্ম্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ ও ধর্ম্মীয় নেতার সাক্ষাৎ মানসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে লক্ষাধিক আহমদী মুসলমান তাঁহাদের সালানা জলসা বা বার্ষিক সম্মিলনে যোগদানের জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন। এই দৃশ্য তাঁহাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নূতন ছিল এবং ইহা দ্বারা ইসলামের প্রতি আরও ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তদোপরি তাঁহারা হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হুজুর (আইঃ) এর আধ্যাত্মিক মনোমোহিনী শক্তি দ্বারা আরও প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'হুজুর (আইঃ) একজন মহান আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহামানব।" বর্ত্তমানে তাঁহারা ঢাকাতে আছেন। নারায়ণগঞ্জেও আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ঢাকার কতিপয় এবং নারায়ণগঞ্জের একটি অনুষ্ঠানে তাঁহারা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা, ভ্রমণ শেষে রাবওয়াহতে পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের পর স্ব স্ব দেশে ইসলাম প্রচার করা।

সম্পাদকীয়

চ্যালেঞ্জের স্বরূপ

জনাব মৌলানা ইরফান আলী সাহেব!

আপনার লিখিত তথা—অনুদিত, "কাদিয়ানীর স্বরূপ" বইখানা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। খুলিয়া দেখি, তাতে লিখিত আছে, "সমুদয় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ।" আশ্চর্য্যের বিষয় দীর্ঘ নয় বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও যে সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন, ঐ সম্প্রদায়কে ইহা পাঠ করিবার সুযোগ না দিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার অপচেষ্টা করিতেছেন। আপনার কর্ত্তব্য ছিল এই বইয়ের এক কপি আহমদীয়া জমাতে প্রেরণ করা। যদি আমরা এরূপ করিতাম, তবে আপনি নিশ্চয় আমাদিগকে "আপন ঘরের তিছমার খান" বলিতেন। তারপর যে ভাষা আপনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং আহমদীগণের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যদি আমরা করিতাম, তবে বলিতেন, "ইহা ইসলাম এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে"। যাহা হউক, কোন্ পাত্রে কি আছে তাহা পাত্র হইতে নির্গত হইলেই ধরা যায়। কথায় বলে, "মধুর পাত্র হইতে মধু, এবং বিষ্ঠার পাত্র হইতে বিষ্ঠাই নির্গত হয়"।

অপরের লালা চাটিতে নাই

বাহ্যিক দিক দিয়া যেরূপ অপরের লালা চাটিলে ঐ ব্যক্তির রোগজীবাণু নিজের মধ্যে প্রবেশ করে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। এই পুস্তক অনুবাদের ফলে আপনার মধ্যেও বইয়ের প্রকৃত লেখক মোল্লা সাহেবের আধ্যাত্মিক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই মানুষ বলে, অপরের লালা চাটিতে নাই। যাক, এখন ক্রমশঃ প্রকৃত বিষয়ের দিকে আসা যাক।

আপনি আপনার পুস্তকের ২৬—২৭ পৃষ্ঠায় হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দাবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "২৯। নিজকে হজরত মরিয়ম বলে দাবী।

[প্রথমে আল্লাহ তা'লা আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছিলেন। তৎপর প্রকাশ করা হল যে, এই মরিয়ম মধ্যে খোদার রুহকে ফুৎকার করা হয়েছে। আবার বলিলেন, এই মরিয়মকে আমি ঈছায়ি রূপে রূপান্তরিত করে ছিলাম এবং মরিয়ম গর্ভে মরিয়ম পুত্র হজরত ঈছার জন্ম হল। (১) হাসিয়ায়ে হাকিকাতুল অহি ৭২ পৃঃ। (২) হাসিয়া বরাহিনে আহমদীয়া ৪৯৬ পৃঃ। (৩) কিস্তিয়ে নুহ ৪৬—৪৭ পৃঃ। (৪) এজালা ৪১৮ ছোট, ১৭৩ বৃহৎ পৃঃ।]

জনাব মৌলানা সাহেব! যেহেতু আপনি হকীকতুল ওয়াহী ৭২ পৃষ্ঠার হাওয়ালা সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্য আমরা ঐ কেতাব সামনে রাখিয়া আপনার "কাদিয়ানীর স্বরূপের" উত্তরে আপনার মিথ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতেছি। আপনি উক্ত কেতাবের ৭২ পৃষ্ঠার হাশিয়ার অনুবাদ কালে প্রথম ছত্রে কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন কেন? তারপর অনুবাদের দ্বিতীয় ছত্রে "খোদার রুহ" আনিলেন কোথা হইতে? আপনি উর্দ্দু না জানিলে অনুবাদ কার্য্যে হাত দিলেন কেন? মূল গ্রন্থে লিখিত আছে "খোদাকী তরফ ছে রুহ্ ফুঁকী-গায়ী"। "খোদাকী তরফ ছে রুহ" অর্থ কি আপনার বর্ণিত "খোদার রুহ"। ছিঃ, লজ্জার কথা। নিজ নামের পূর্ব্বে মৌলানা লিখিয়া কি মানুষ এমন জঘন্য কাজ করিতে পারে? তারপর ঐ ছত্রেই আছে, "মরিয়মী মর্ত্তবা ঈছভী মর্ত্তবাতে রূপান্তরীত হইল।" আপনি ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া "এই মরিয়মকে আমি ঈছায়িরূপে রূপান্তরিত করে দিলাম" লিখিয়াছেন। অর্থাৎ আপনি "মরিয়মী মর্ত্তবা" অর্থে—"এই মরিয়মকে" 'ঈছভী মর্ত্তবা' অর্থে—'ঈছায়িরূপে,' 'হইল' অর্থে—'করে দিলাম' লিখিয়াছেন, এবং মধ্যে 'আমি' শব্দটি অতিরিক্ত বসাইয়াছেন। শুধু তাহাতেই ক্ষান্ত হন নাই! বরং 'হোগিয়া' শব্দের অর্থ—'করে দিলাম' লিখিয়াছেন। 'হোগিয়া' শব্দের অর্থ আজকাল পল্লী গ্রামের ছেলেরা ও জানে। কথায় বলে, 'আলেফ, বে, জানিস্না, অথচ বাহারদানীশ নিয়া টানাটানি করিস্'। আপনার অবস্থাও তদ্রূপ। তারপর মূল গ্রন্থের নিচের ছত্রগুলির অনুবাদ দেন নাই কেন? নিচের ছত্রে যে লিখা আছে, 'এখানে খোদাতা'লা রূপক ভাবে বলিতেছেন যে,..... '। হাঁ, আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। নীচের ছত্রগুলির অনুবাদ দিলে এবং 'রূপক' শব্দটি উল্লেখ করিলে আপনার মতলব হাসিল হইবেনা এই ভয়ে আপনি ইহা করিয়াছেন।

মোট কথা, ইচ্ছা করিয়া হোক, আর অজ্ঞতা বশতঃ হোক, আপনার অনুবাদে এত ভুল রহিয়াছে যাহার সংশোধন কার্য্য, বসন্ত রোগীর গায়ে ঔষধ দিবার ন্যায়। আপনি আবার কোরআন করীম পাঠ করুন এবং দেখুন 'তহরীফ' বা অর্থ পরিবর্ত্তন করনার্থে শব্দ বা অক্ষর পরিবর্ত্তন—পরিবর্দ্ধন করা কোরআন কি বলে। আপাততঃ আমরা এই দিক ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের, দিকে, অর্থাৎ 'মরিয়ম' ও 'ইবনে মরিয়ম' ইত্যাদির দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষন করিতেছি।

"মরিয়ম" ও 'ইবনে মরিয়ম"

জনাব মৌলানা সাহেব! বোখারী শরীফ বোখহয় আপনি পাঠ করিয়াছেন। মেহেরবানী পূর্ব্বক পুনরায় উহার 'কেতাবুত-তফসির সুরা আল' ইমরাণ' পাঠ করুন। উহাতে আছে, মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য সমস্ত শিশুকে ভূমিষ্ট হওয়া কালে শয়তান স্পর্শ করে'। এখানে প্রশ্নের উদয় হয় যে, তবে কি মাত্র মরিয়ম ও ইবনে মরিয়মই পবিত্র ছিলেন এবং অন্য নবীগণ, এমন কি হজরত রসুল করীম (দঃ)কেও শয়তান স্পর্শ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে আল্লামা যমখশরী তফসিরে কেশশাফে লিখিয়াছেন, শয়তান প্রত্যেক শিশুকে গোমরাহ করিতে চায় মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম ছাড়া। কেননা তাঁহারা উভয়ে পবিত্র ছিলেন। তদ্রূপ প্রত্যেক ঐ শিশু (ও ইহাতে শামেল) যাহারা মরিয়ম ও ইবনে মরিয়মের গুণ বিশিষ্ট। 'তফসির কেশশাফ জিঃ ১, পৃঃ ৩০২'।

অর্থাৎ আঁ হজরত (দঃ) এর হাদিসে "মরিয়ম" এবং "ইবনে মরিয়ম" অর্থে দুইজন মানুষ বুঝায় না; বরং দুই প্রকার মানুষ বুঝায়। যথাঃ—মরিয়মী গুণ বিশিষ্টও ইবনে মরিয়ম গুণ বিশিষ্ট। মোট কথা, মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম গুণ বিশিষ্ট সমস্ত মানুষকেই আঁ হজরত (দঃ) "মরিয়ম" ও "ইবনে মরিয়ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

জনাব মৌলানা সাহেব! আপনি কোরআন করীমের সুরা তহরীম, শেষ রুকুর ১২—১৩নং আয়েত পাঠ করুন। আপনি দেখিবেন, "মোমেন পুরুষগণের অবস্থা আল্লাহতালা ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তিনি স্বীয় বার এর নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, হে খোদা! জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তাহার দুষ্কর্ম্ম হইতে বাঁচাও এবং তাহার অত্যাচারী জাতি হইতে মুক্তি দাও।"

"এবং আল্লাহতালা মোমেনগণের অবস্থা ইমরাণের কন্যা মরিয়মের ন্যায় বর্ণনা করিয়া-

আখবারে আহমদীয়া

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর স্বাস্থ্য

হজরত আমীরুল মোমেনান (আইঃ) এর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে প্রাপ্ত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"গতকল্য (১৮-৭-৫৯) সারা দিন হুজুর (আইঃ) এর অবস্থা সাধারণতঃ একটু ভাল ছিল। এখন পর্য্যন্ত বাত-বেদনার উপশম দেখা দেয় নাই। রাত্রি কালে সুনিদ্রা হইয়াছে। আজ পায়ে ব্যাথা ও শিরঃ পীড়া বিদ্যমান আছে।"

"সাহেবজাদা ডাঃ মির্জা মনওয়ার আহমদ। ১৯শে জুলাই সকাল ১১টা।"

মোট কথা, হুজুর (আইঃ) এর স্বাস্থ্য এখনও ঠিক হয় নাই। ইতপূর্ব্বে জনৈক আহমদী ভ্রাতা স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখিয়া হুজুর (আইঃ) এর রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য ইজতিমায়ী দোয়া করিতে হইবে। অতএব পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী আহমদী ভ্রাতাগণের নিকট উক্ত নিয়মে দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

জার্ম্মাণীতে কার্য্যরত মিশনারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য জনাব লুতফর রহমান সাহেবকে তথায় মিশনারী রূপে পাঠানো হইয়াছে। তিনি নিরাপদে হ্যামবার্গ পৌঁছিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরের ভূতপূর্ব্ব মিশনারী জনাব ইসমাইল সাহেব মুনীর ইসলাম প্রচার কার্য্যের জন্য আফ্রিকা গিয়াছেন।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যা "আহমদী'র ১ম পৃষ্ঠায় "হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর বাণী অষ্টম, ছত্র পাঠ করিবার পর, পাঠ করুন :— "যদি তোমরা মনে কর যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুসরণের মধ্যে, খোদাতালার অনুসরণ নিহিত এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর অনুসরণের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুসরণ নিহিত রহিয়াছে! তবে .....'।

নোট :—"আহমদী"তে ভুল হইতেছে বলিয়া বহু ভ্রাতা-ভগ্নী পত্র লিখিতেছেন। আমরা দুঃখীত যে, এখন পর্য্যন্ত ইহার প্রতি-কারে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তবে চেষ্টা চলিতেছে যেন শীঘ্রই প্রতিকার হয়। আপাততঃ আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

বিনীত সঃ আঃ।

ছেন, যিনি স্বীয় গুপ্ত স্থানের হেফাজত করিয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাতে স্বীয় কালাম (রুহ্) ঢালিয়াছিলাম .. ।"

ইহার উপরে ১১নং আয়েতে আল্লাহতালা কাফেরগণের উপমা দিয়াছেন। দুইজন স্ত্রীলোক হজরত নূহ (আঃ) ও হজরত লুত (আঃ) এর স্ত্রীগণের সহিত। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, মোমেন দুই প্রকার। (১) ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া গুণ বিশিষ্ট মোমেন, যাহারা প্রথমে কুফরের অধিনে থাকিয়া মুক্তি প্রাপ্তির জন্য দোয়া করিতে থাকেন। (২) মরিয়ম গুণ বিশিষ্ট মোমেন যাহারা প্রথম হইতেই "কু" এর স্পর্শ হইতে পবিত্র। এই দ্বিতীয় প্রকারের মোমেন কোরআনের ভাষায় 'মরিয়ম" নামে অভিহিত। অতঃপর মরিয়মী অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া (ফানাফ্খনা ফীহে মির-রুহেনা) মোতাবেক, "ইব্নে মরিয়ম" এর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেননা, মোকামে "মরিয়ম" হইল সিদ্দিকীয়-তের মোকাম এবং মোকামে "ইব্নে মরিয়ম" হইল নবুয়তের মোকাম। মোট কথা, প্রত্যেক নবীর উপর দুইটি সময় আসে। প্রথম তাঁহারা 'মরিয়মী' মোকামে থাকেন। অর্থাৎ জন্মকাল হইতেই সর্ব্ব প্রকার কলুষমুক্ত থাকেন। অতঃপর উন্নতি করিয়া "ইবনে মরিয়ম" বা নবুয়তের মোকামে পৌঁছেন। উভয় কালেই তাঁহারা শয়তানের স্পর্শ হইতে পবিত্র থাকেন। বোখারীর উপরোক্ত হাদিসের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ) জিলার অন্তর্গত বাঁসরা আঞ্জুমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মমতাজ আলী লস্কর সাহেব ৬৫ বৎসর বয়সে গত ১৩ই জুলাই তারিখে ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে..... ... । মরহুম পরহেজগার, মোত্তাকী আহমদী ছিলেন। তাঁহার পুত্র মকসুদ আহমদ সাহেবের পত্র পাইয়া গত শুক্রবার (২৪-৭-৫৯) বাদ জুমা নারায়ণগঞ্জে জানাজা গায়েব পড়া হইয়াছে। আল্লাহতালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন। আমীন।

সুরা তহরীমের আয়েত দ্বারা প্রমাণ হয়, মরিয়ম সিদ্দিকা (রাঃ) যেরূপ উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়া হামেলা হইয়াছিলেন এবং উহাতে হজরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্রূপ, একজন মোমেন পুরুষও প্রথমে মরিয়মী অবস্থায় থাকেন এবং আধ্যাত্মিকও রূপক হামেল কাল অতিবাহিত করিয়া রূপক "ইবনে মরিয়ম' এ পরিণত হইয়া থাকেন। ঐ মোমেন রূপক ভাবে 'মরিয়ম' হন এবং রূপক ভাবেই হামেল কাল অতিবাহিত করিয়া 'ইবনে মরিয়ম' এ পরিণত হন। মোট কথা, খোদাতালা সমস্ত মোমেন ও কাফের পুরুষকে চারিজন স্ত্রীলোকের সহিত উপমা দিয়াছেন। পুরুষ, স্ত্রী হইতে পারে না। হাঁ, রূপকভাবে পুরুষকে স্ত্রী লোকের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

হজরত মির্জা সাহেব হকীকতুল ওয়াহী ৭২ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন, "আমার কেতাব বারাহীনে আহমদীয়ার কোন কোন স্থানে আল্লাহতালার পবিত্র কালাম যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে খোদাতালা খুলিয়া বলিয়াছেন যে, কি ভাবে তিনি আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়মে পরিণত করিয়াছেন। এই কেতাবে খোদাতালা প্রথম আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছেন।" এই ছত্রগুলির কোথায় আছে যে, হজরত মির্জা সাহেব বলিয়াছেন, "আমি মরিয়ম? আপনার কলমে শক্তি থাকিলে আমাদের কথার উত্তর লিখুন। হজরত মির্জা সাহেবের প্রতি আপনি মিথ্যা আরোপ করতঃ বহু অকথ্য, কুকথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ উপরোক্ত কোরআনের আয়েত ও হাদিসের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করিবার সাহস আপনার মধ্যে নাই। এই শক্তিও যে খোদার ভয়ে নাই তাহা নহে। বরং মানুষের ভয়ে ইহা করিবেন না! কিন্তু আপনি জানেন যে, হজরত মির্জা সাহেবকে গালী দিলে কেহ কিছুই বলিবে না।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca